দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... .FEB. 13 2000
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

পরীক্ষার হলে অবৈধ সুযোগ না দেওয়ায় লংকাকান্ড ॥ অধ্যাপিকাসহ আহত ২০

ময়মনসিংহ (উত্তর) সংবাদদাতা ॥ গতকাল (শনিবার) দুপুরে আনন্দমোহন কলেজের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স পার্ট-৩-এর পরীক্ষায় অবৈধ সুযোগ না দেওয়ায় উচ্ছৃংখল ছাত্ররা কলেজ ক্যাম্পাস ও শহরে ব্যাপক ভাংচুর করিয়াছে। এই সময় উত্তেজিত ছাত্ররা উত্তরপত্র ছিনাইয়া নিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। এই ঘটনায় ১ জন অধ্যাপিকাসহ ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও পথচারী আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে শিক্ষকসহ ৪ জনকে

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার হলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

কলেজ সূত্রে প্রকাশ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স পার্ট-৩ ৬ষ্ঠ পত্রের পরীক্ষায় অবৈধ সুযোগ না পাইয়া সকাল ১১টায় পরীক্ষার হলে ছাত্ররা হৈ চৈ শুরু করে। পরে পরীক্ষাশেষে উচ্ছৃংখল ও বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা দুপুর ১টায় কলেজ ক্যাম্পাসে ভাংচুর শুরু করে এবং শিক্ষকদের নিকট হইতে উত্তরপত্র ছিনাইয়া নিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কলেজের বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যালয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে। এই সময় ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপিকা ফৌজিয়া দীনাসহ ১০/১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কলেজে শিক্ষকদের প্রায় ৩ ঘন্টা আটকাইয়া রাখে। এই ভাংচুরের কারণে অনার্স পার্ট-৩-এর বিকালের ৫টি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় নাই।

পরে কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পুলিশ কলেজ ক্যাম্পাসে আসিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উচ্ছৃংখল ছাত্ররা বিকালে শহরের বিভিন্ন সড়কে বিক্ষোভ মিছিল করিয়া দোকান-পাট ও রিকশায় হামলা চালায়। এই সময় ৪/৫ জন পথচারী আহত হয়। আহতদের মধ্যে শিক্ষিকা ফৌজিয়া, ছাত্র মোশাররফ হোসেন কাজল (২৫) ও আকরাম (২২)সহ ৪ জনকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।